দৈনিক ইত্তেফাক ... 031

তারিখ 12 FEB 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৯৪

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ গ্রামীণ চিত্র

শিক্ষক-স্বল্পতা ও গৃহ সমস্যার কবলে দেশের বিভিন্নস্থানে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা কী ভয়াবহভাবে বিপন্ন ও সমস্যাপীড়িত দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রায় প্রতিদিনই এ সম্পর্কিত খবর চোখে পড়ে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত অনুরূপ একটি খবরে জানা যায়, শিক্ষক-স্বল্পতা ও গৃহ সমস্যার কবলে পড়িয়া নেত্রকোনা জেলার তিনটি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। উল্লেখিত তিনটি উপজেলার প্রাথমিক স্কুলগুলির মধ্যে প্রায় অনেক স্কুলেই শিক্ষকের পদ শূন্য। অধিকাংশ স্কুলেই জানালা-দরোজা-ছাদ দীর্ঘদিন যাবৎ মেরামত না করায় জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। অন্য একটি খবরে জানা যায়, আক্কেলপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চরম সংকটের সম্মুখীন। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা, আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। ফলে এখানেও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে। বলাবাহুল্য এই অবস্থা কেবল নেত্রকোনা অঞ্চল কিংবা আক্কেলপুর উপজেলাতেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার হাল কমবেশি এই একই রকম।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার এই সংকটজনক অবস্থা সকলের জন্যই উদ্বেগের কারণ। দেশে শিক্ষিতের হার সরকারী হিসাবেই এখন পর্যন্ত শতকরা মাত্র ২২ জন। প্রকৃত অবস্থা যে ইহার চাইতেও হতাশাব্যঞ্জক তাহা বোধকরি না বলিলেও চলে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কথা হামেশাই শোনা যায়। এমন কথাও শোনা যায় যে, ২০০০ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্যের' মতোই 'সকলের জন্য শিক্ষার'ও ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হইতেছে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়েই ড্রপ-আউট বা স্কুলত্যাগী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। ফেলের সংখ্যাধিক্য ও অর্থনৈতিক দুরবস্থাই এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাক্ষেত্র বর্জনের কারণ। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিরাজমান সমস্যা শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই যে ব্যাহত ও বিপর্যস্ত করিতেছে তাহা অধিক ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। শহরাঞ্চলে দুই চারিটি ভালো স্কুলে যেখানে ভর্তির ভিড়, সেখানে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলির এই দৈন্যদশা। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলির উন্নয়ন ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা ব্যতীত শিক্ষা বিস্তার যে আদৌ সম্ভব নয় তাহাও কমবেশি সকলেরই জানা।

শিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথাও নতুন করিয়া ব্যাখ্যা করা অবান্তর। আমাদের মতো শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলির এই সমস্যা সামগ্রিকভাবে আমাদের শিক্ষা বিকাশের পথকেই রুদ্ধ করিতেছে কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলি বলিতে গেলে সমস্যার পাহাড়। সমস্যা ও সংকট তাহার স্বাভাবিক শিক্ষা জীবনকে ব্যাহত করিতেছে। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাহা এই যে,—প্রতি বৎসর প্রাথমিক স্কুল উন্নয়নে বহু অর্থ বরাদ্দ হইয়া থাকে। বিগত ষোল বৎসরে বরাদ্দকৃত সেই অর্থে এ পর্যন্ত কতটি মফস্বল স্কুল সত্যিকার অর্থে—ভাল ভবন ও ভাল আসবাবপত্র লাভ করিয়াছে তাহার একটা হিসাব সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন খাতে এত অর্থ ব্যয় ও বরাদ্দের পরেও কেন এখনো বহু স্কুলে বসিবার মতো বেঞ্চ পর্যন্ত নাই। কেন এখনো বহু স্কুলে মাটিতে মাদুর পাতিয়া বসিয়াই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করিতে হয়। এদিকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হইলেও অন্যান্য শিক্ষাউপকরণ যেমন কাগজ, কালি, পেন্সিল ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ শিক্ষাজীবনকে বাধাগ্রস্ত করিয়াছে। শিক্ষা বিকাশ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের স্বার্থেই প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান এই সব সমস্যা সমাধানে যেমন উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন তেমনি প্রাথমিক স্কুলগুলির শূন্যপদে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ করা দরকার।